পুজোকেন্দ্রিক ওয়েবসাইট ও অ্যাপ আনল পর্যটন দপ্তর

বর্তমান

কলকাতা, মঙ্গলবার ১৬ অক্টোবর ২০১৮, ২৯ আশ্বিন ১৪২৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতা সহ বাংলার দুর্গাপুজোকে বিশ্বের নজরে আনতে ইতিমধ্যেই উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এবার শুধু দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করেই একটি ওয়েবসাইট তৈরি করল রাজ্য পর্যটন দপ্তর। তৈরি হয়েছে মোবাইল অ্যাপও। কলকাতা সহ গোটা রাজ্যে কোথায় কী পুজো হচ্ছে, তার বৈশিষ্ট্য কী, পুজোর সময় খাওয়া-দাওয়াই বা কী হবে, সেসব জানাতে পুরোদস্তুর গাইডের কাজ করেছে দপ্তর। পাশাপাশি নিজেদের উদ্যোগে প্রতিমা দর্শন বা নিছক পুজোর ছুটি কাটানোর জন্য কী কী ব্যবস্থা রেখেছে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর বা সরকারি সংস্থা, তারও হরেক তথ্য পেশ করেছে পর্যটন দপ্তরের ওই ওয়েবসাইট বা অ্যাপ। দুর্গাপুজোকে আরও আকর্ষণীয় করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছে দুর্গাপুজো কার্নিভাল। পুজোর পর ভাসানের আগে রেড রোডের সেই আয়োজনে ভিড় জমাতে দেখা গিয়েছে বিদেশিদেরও। এবারও তার প্রস্তুতি তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী চান, সেই উদ্যোগের পাশাপাশি বাঙালির এই মহাপার্বণের স্বাদ আরও বেশি করে উপভোগ করুক বিদেশি পর্যটকরাও। সেইমতো মোট ২৭টি দেশে দুর্গাপুজোর ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য।

কিন্তু এসবের সঙ্গে যাতে মোবাইলের বোতাম টিপে বা মাউস ক্লিক করেই বিশ্বের যে কোনও প্রান্ত থেকে বাংলার দুর্গাদর্শনের তথ্য হাতের মুঠোয় আসে, তারও চেষ্টা করা হয়েছে, জানিয়েছেন পর্যটন দপ্তরের এক কর্তা। তাঁর কথায়, শুধু যে বিশ্বের নাগরিকরাই এর থেকে উপকৃত হবেন, তা নয়। যাঁরা জেলা বা মফস্সল থেকে কলকাতায় প্রতিমা দর্শনে আসবেন, তাঁরাও যেমন আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে পারবেন, তেমনই জেলায় জেলায় প্রতিমা দর্শনে যাওয়ার আগেও একপ্রস্থ হোমওয়ার্ক করে নেওয়া যাবে অ্যাপ বা ওয়েবসাইট থেকে। রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুরসভা প্রতি বছর সেরা পুজোগুলিকে সম্মানিত করে। গত বছর সেই তালিকায় কারা কারা ছিল, সেই ফলাফল জানানো হয়েছে ওয়েবসাইটে। তার থেকে সেরা পুজোগুলির একটা রূপরেখা পাওয়া সম্ভব বলে দাবি করেছেন দপ্তরের কর্মীরা। এছাড়াও পুজোয় সমস্যায় পড়লে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে, পুলিসি সহায়তা কীভাবে মিলবে, তারও হদিশ দেওয়া হয়েছে। পুজো তো মাত্র দিন চার-পাঁচেকের। কিন্তু তারপরের ছুটিতে রাজ্যের কোথায় কোথায় ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়া যেতে পারে, তার খরচই বা কত, সেসবেরও তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে ওই ওয়েবসাইটে। দপ্তরের কর্তারা বলছেন, গোটা রাজ্যের পুজোকে যেভাবে এখানে হাজির করা হয়েছে, তা এক কথায় নজিরবিহীন। পর্যটন দপ্তরের এই উদ্যোগ যে শুধু সাধারণ মানুষের উপকারে আসবে, তা নয়। যেভাবে সেখানে খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে হরেক তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, তা অনেকটা মনোগ্রাহীও হবে, দাবি করেছেন দপ্তরের কর্তারা।

http://www.bartamanpatrika.com/detailNews.php?cID=13&nID=132860&P=1